গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-১৯৭

তারিখঃ ০৮ ফাল্গুন ১৪২৬
২১ এপ্রিল ২০১৯

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০২/০৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২১/০৪/২০১৯
(তসলিমা কানিজ মাহিদী)
উপসচিব
☎ ৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

মার্চ ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ৯.৩০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মার্চ'১৯ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">ফেব্রুয়ারি'১৯ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মার্চ'১৯ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০২</td><td>০</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০২</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৫</td><td>০০</td><td>২৫</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>২৩</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৬</td><td>০১</td><td>১৭</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>১৫</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৩</td><td>০২</td><td>৪৫</td><td>০৪</td><td>-</td><td>০৪</td><td>৪১</td><td></td></tr>
</table>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) জনাব ওয়াকিব আহমেদ চৌধুরী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলার বিষয়ে পিএসসির মতামতের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(খ) বিআরটিএ'র চলমান ২৩টি বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৫টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মার্চ ২০১৯ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">মার্চ ২০১৯ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ২৬টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২৬টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ২১টি এবং বিআরটিএ-তে ০৫টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩২০৭</td><td>১০</td><td>৩২১৭</td><td>১০</td><td>১০</td><td>০০</td><td>৩২০৭</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৪৭</td><td>০৫</td><td>২৫২</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৫২</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৮৬</td><td>০১</td><td>৮৭</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০০</td><td>৮৬</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৫৪১</td><td>১৬</td><td>৩৫৫৭</td><td>১১</td><td>১১</td><td>০০</td><td>৩৫৪৬</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিলের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৬০টি কনটেম্পট মামলা ছিল। মার্চ ২০১৯ মাসে নতুন কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৬০টি। ৬০টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। বকেয়া সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলাগুলোর বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) (২) বকেয়া সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলাগুলোর বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৫টি। তন্মধ্যে সওজের ১০টি, বিআরটিএ'র ০৫টি। ২য় ও ৩য় শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৮টি। তন্মধ্যে সওজের ১২টি ও বিআরটিএ'র ০৬টি মামলা রয়েছে।	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (আইন) যুগ্মসচিব (আইন)
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সওজ অধিদপ্তরে মার্চ'২০১৯ মাসে ১০টি মামলা রুজু এবং ১০টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২০৭টি। সওজ অধিদপ্তরের মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৪৭টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। মার্চ ২০১৯ মাসে ০৫টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৫২টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলোর ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। মার্চ ২০১৯ মাসে ১টি মামলা রুজু এবং ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বিআরটিসিতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮৬টি। চালমান মামলাগুলো কেস টু কেস Verify করে প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) চালমান মামলাগুলো কেস টু কেস Verify করে প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৪.	**অডিট আপত্তির বিবরণী:**		

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৫৬	১,০৮৩	৫,৬৬৩	৬১০	১৪ (অঃ)	৫৬৭৭	০২ (সাঃ) ০৩ (অঃ)	৭,৩৬৫
বিআরটিসি	৩,৬৫৬	২,৪৬৩	১,১০২	৯১	-	৩,৬৫৬	-	৩,৬৫৬
বিআরটিএ	২৫৫	৪৩	২১২	-	-	২৫৫	-	২৫৫
ডিটিসিএ	১৭	০৭	০৯	০১	-	১৭	-	১৭
ডিএমটিসিএল	১৬	০৬	১০	-	-	১৬	-	১৬
মোট	১১,৩০৭	৩,৬০৭	৬,৯৯৭	৭০৩	১৪	১১,৩২১	০৫	১১,৩১৬

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপসচিব (অডিট) জানান যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৩০৭। মার্চ ২০১৯ মাসে ১৪টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ০৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৩১৬টি।		
	(ক) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ১টি এবং খসড়া ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সওজ এর খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জোনভিত্তিক পর্যালোচনা সভার তরিখ নির্ধারণপূর্বক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, এ বিভাগের গাড়ী ব্যবহার সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি খসড়া ও ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) এ বিভাগের গাড়ী সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। (ক) (২) খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সভা অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ হতে নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য ও কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত, AIR জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ব্রডশীট জবাব দাখিল, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধি করা এবং ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভ্যাট আইটি কর্তন বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা করে মতামত/প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে কোনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য এবং কাগজপত্র সরবরাহ এবং যথাসময়ে ব্রডশীট জবাব দাখিলের জন্য সভায় পুনরায় পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বয়সসীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব ও ভ্যাট আইটি কর্তন বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করার লক্ষ্যে প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ হতে নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য এবং কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) (২) AIR জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ব্রডশীট জবাব দাখিল নিশ্চিত করতে হবে। (খ) (৩) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব ৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) (৪) ভ্যাট আইটি কর্তন বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা করে মতামত/প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(গ) বিআরটিএ হতে কার্যপত্র পাওয়া গিয়েছে। তবে অনেকগুলোর ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়নি এবং অনেকগুলোতে প্রমাণক সংযুক্ত নেই। বিআরটিএ হতে অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব যথাসময়ে ও সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) (১) বিআরটিএ হতে যথাসময়ে সঠিক ও নির্ভুল কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ / অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ মাসের মধ্যেই চূড়ান্ত হবে। এ বিষয়ে অগ্রগতি আগামী সভাকে অবহিত করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। আগামী মাসে এ বিষয়ে অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঙ) উপসিচব (অডিট) জানান, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর হতে অডিট আপত্তি Reconcialition এর জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এ পূর্ত অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে Reconcialition করার জন্য আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন।	(ঙ) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি Reconcialition করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(চ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এ ১৬টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।	(চ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২২	০৪	২৬	০৪	২২	
বিআরটিসি	১৫৫	০১	১৫৬	৩ (আংশিক পরিশোধ)	১৫৬	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১৮১**	০৫	**১৮৬**	৪	**১৮২**	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে অডিট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।	৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)-কে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। বিবেচ্যমাসে ৩,৫০,০০০.০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। (২) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, বিআরটিসিতে কর্মরত ২২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি ও শ্রমিকদের আংশিক/সম্পূর্ণ গ্র্যাচুইটি পরিশোধের নিমিত্ত সুদ মুক্ত ঋণ হিসেবে ১০.০০ (দশ) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	(১) প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর খসড়া বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম শেষকরত: মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, খসড়া বিধামালা প্রণয়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে আগামী ১০ দিনের মধ্যেই খসড়া বিধিমালা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে পরিচালক (প্রশাসন) জানিয়েছে। সময়মত খসড়া বিধিমালা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ না করায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।	খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসিচব (বিআরটিএ)
	খ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮: প্রধান প্রকৌশলী জানান, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ও মার্চ ২০১৯ মাসে ৪৩টি ফেরিঘাটের ফেরি ইঞ্জিনের সার্ভিসিং যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সমন্বিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রেতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।	মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি সংবলিত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	গ. মহাসড়ক আইন, ২০১৯: অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান খসড়া মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর ওপর সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে ১১/০৪/২০১৯ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে আরও একটি পর্যালোনার সভা করা হবে। দ্রুত পর্যালোচনা সভা করে আইনটি চূড়ান্ত করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	দ্রুত পর্যালোচনা সভা করে আইনটি চূড়ান্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ঘ. ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন: উপসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ'র জন্য চাকুরি প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্তির জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক চাহিত প্রবিধানমালার ভেটিং সংক্রান্ত চাহিত তথ্য ২৬/০২/২০১৯ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ, অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে সড়ক বিভাগসমূহ কর্তৃক ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা চলমান আছে। সভাপতি প্রতিটি সড়ক বিভাগে কোন্ ২ কিলোমিটারে গাছ রোপন করা হয়েছে, গাছের বর্তমান অবস্থা কেমন এবং কীভাবে পরিচর্যা করা হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগের কোন্ ২ কিলোমিটারে গাছ রোপন করা হয়েছে, গাছের বর্তমান অবস্থা কেমন এবং কীভাবে পরিচর্যা করা হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) মহাসড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষরোপন পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে ০২/০৪/২০১৯ তারিখে একটি সভার মাধ্যমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে- • আরবরিকালচারের ১৮ টি সেকশনের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে • ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন ব্যয় সীমিত রাখার জন্য সড়ক বিভাগের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা না করে আরবরিকালচারের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থ-বছর থেকে সড়কভিত্তিক সমন্বিত বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে • এ উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে বৃক্ষরোপণের জন্য একটি মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে	(খ) মহাসড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপন এবং বৃক্ষরোপন পরবর্তী কার্যক্রম দেখাশুনা করার বিষয়ে ১৮ টি সেকশন ও সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	?
	সভাপতি ১৮ টি সেকশন ও সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের সাথে সমন্বয় করে বৃক্ষরোপন কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। বৃক্ষপালনবিদগণ ও বৃক্ষরোপন কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত কতে তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) বৃক্ষপালনবিদগণ ও বৃক্ষরোপন কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে তদানুযায়ী কাজ করতে হবে।	যুগ্মসিচব (টোল ও এক্সেল)
	(গ) মহাসড়কের পার্শ্বে রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মৃত গাছের স্থলে যথাসময়ে গাছ রোপনের বিষয়েও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) (১) পরিদর্শন কার্যক্রম ও পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) (২) মৃত গাছের স্থলে নতুন গাছের চারা রোপনের বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
	(ঘ) যুগ্মসচিব (সওজ নন-গেজেটেড অধিশাখা) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ প্রণয়নের নিমিত্ত নীতিমালাটির খসড়া যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে সভাপতি করে ০৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়েছে।	(ঘ) গঠিত কমিটিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খসড়া নীতিমালার ওপর দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	
	(ঙ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। রোপিত গাছে পানি দেয়া ও পরিচর্যার কাজ চলমান আছে।	(ঙ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	?
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে- (ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সড়ক বিভাগসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(খ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ রয়েছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন তার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। গত ৩/০৩/২০১৯, ০৫/০৩/২০১৯, ০৬/০৩/২০১৯, ২৫/০৩/২০১৯ম ২৫/০৩/২০১৯ এবং ২৭/০৩/২০১৯ তারিখে সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে প্রায় ৬০০টি স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। যাত্রাবাড়ী এলাকায় বিআরটিসি'র অনুকূলে হস্তান্তরিত সওজ মালিকাধীন জায়গায় নির্মিত মাছের	উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	আড়ৎ ও স্থাপনা উচ্ছেদপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়ছে। এছাড়া, মিরপুর-গাবতলী সড়ক অভিমুখী সড়কের বাম পার্শে নন্দারবাগ মৌজায় ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে সাময়িকভাবে বরাদ্দকৃত সওজ মালিকানাধীন ৩৪.৪৪ শতাংশ ভূমির মধ্যে ৪.৮৩ শতাংশ ভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ট্রাক স্ট্যান্ড এবং ১০টি সেমিপাকা স্থাপনা উচ্ছেদপূর্বক অবৈধ দখলদার হতে মুক্ত করা হয়েছে।		
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ঢাকা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা গত ১২/০৩/২০১৯, ১৩/০৩/২০১৯, ১৬/৩/২০১৯ ও ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে বিভিন্ন সড়ক বিভাগের অওতায় সওজ এর জায়গা হতে ১৯৩৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে ২৭.১৯ একর ভূমি উদ্ধার করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ৪৫৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: **সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান,** (ক) ০৪/০৩/২০১৯ তারিখ নড়াইল সড়ক বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় মহাসড়কের ২৩তম কিলোমিটার হতে ২৬তম কিলোমিটার পর্যন্ত সওজ'র রাস্তার উভয় পার্শে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা প্রায় ১৫০টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৪.৫০ একর জমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়। তাছাড়াও যানজট নিরসন এবং নিবিঘ্ন গাড়ী চলাচলের লক্ষ্যে অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক রাস্তার পার্শে রাখা ইট, বালু, পাথর ও গাছের গুড়িও অপসারণ করা হয়েছে। (খ) ০৬/০৩/২০১৯ তারিখ বাগেরহাট জেলার সাইনবোর্ড-মোড়লগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী আঞ্চলিক মহাসড়কে সওজ অধিদপ্তরের অধিগ্রহণকৃত জমিতে সাইনবোর্ড হতে কালিকা বাড়ী বাজার পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা প্রায় ১০৪টি স্থাপন অপসারণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৬.০০ একর জমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়। তাছাড়াও যানজট নিরসন এবং নির্বিঘ্নে গাড়ী চলাচলের লক্ষ্যে অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক রাস্তার পার্শে রাখা ইট, বালু, পাথর ও গাছের গুড়িও অপসারণ করা হয়েছে। (গ) ১১/০৩/২০১৯ তারিখ খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়কে (সাতক্ষীরাঅংশ) এর সদর হাসপাতাল মোড় হতে আঠারো মাইল পর্যন্ত এবং সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক এর মেডিকেল কলেজ মোড় হতে বিনেরপাতা পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের অধিগ্রহণকৃত রাস্তার উভয় পার্শে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা ৫৮টি স্থাপন অপসারণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ১.৫০ একর জমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে মহাসড়ক ও সওজ অধিদপ্তরে জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা ও হাট বাজার উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাবহ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম জানান, ০৩/০৩/২০১৯ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাধীন হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের ৮ম কিলোমিটারে সরকারেরহাট বাজার নামক স্থানে সওজ অধিগ্রহণকৃত রাস্তার উভয় পার্শে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডের ২০০টি স্থাপনা অপসারণ করে ৪(চার) একর জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে। অবৈধ দখল মুক্ত ভূমির বর্তমান বাজারদর আনুমানিক ৫০.০০ কোটি টাকা।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে মহাসড়ক ও সওজ অধিদপ্তরে জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা ও হাট বাজার উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। মার্চ ২০১৯ মাসে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ২৪২১টি মামলা দায়ের করে ৪৭,৩৯,৬৫০/- (সাত চল্লিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা আদায়সহ ৫৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ০৪টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (ক) (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান, সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় অবৈধভাবে স্থাপিত ৫৭টি অবৈধ বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে।	(ক) ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক মহাসড়কের পার্শে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড অপসারণের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড অপসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ এবং আইজিপি বরবর পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক মহাসড়কের পার্শে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড বিষয়ে অবহিত করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ এবং আইজিপি বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১০.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান যে, (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শনযানের সংখ্যা ৬০টি। ৬০টিরই সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সার্ভে রিপোর্টগুলোর মধ্যে ১১টি সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪টি বিআরটিএ, মিরপুর, ঢাকায় অকেজো ঘোষণার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বাকী ৩৫টি সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য অতিসত্বর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(ক) (১) ৩৫টি সার্ভে রিপোর্ট রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ক) (২) বিআরটিএ কতৃক ১৪টি গাড়ী অকোজে ঘোষনার কাযক্রম দ্রুত যম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৪/১২/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে কোয়ারি করা হলে কোয়ারীর জবাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ করে জানা যায় পুনর্গঠিত ডিপিপির'র ওপর এ মাসেই সভা আহ্বান করা হবে।	(খ) ডিপিপির অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান
	(গ) (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ২০টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান রয়েছে। ৪৪টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া অবশিষ্ট ১টি সড়ক বিভাগে (গাজীপুর সড়ক বিভাগ) শেড নির্মাণের জন্য জায়গা দেখা হচ্ছে।	(গ) (১) প্রক্রিয়াধীন ৪৪টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। অবিশিষ্ট গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের জন্য দ্রুত জায়গা নির্বাচন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(গ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে ২৭/০৩/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যক্রম শেষ হওয়ায় এজেন্ডাটি বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
১১.	**ক. বিআরটিএ:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা) জানান, বিআরটিএ'র টিওএন্ডই-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ০৬/০৩/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া মন্ত্রণালয় ও বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। এজেন্ডাটি বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	খ. ৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। আমদানিতব্য গাড়ি সংগ্রহপূর্বক বিআরটিসি'র বহরে যুক্ত হওয়ার পর নতুন গাড়িতে ৯৯৯ নম্বর স্টীকার লাগানো হবে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে গাড়ীর মালিকগণকে অবহিত করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানোর বিষয়টি দেখার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শক প্রদান করেন।	(ক) যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানোর বিষয়টি দেখতে হবে। (খ) বিআরটিসির ড্রাইভারদের যাত্রী সাধারণের সাথে সৌজন্যমূলক/ভদ্র ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার্থে করণীয় বিষয়ে Motivation দিতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ অতিরিক্তসচিব/ যুগ্মসচিব (আরটিএ/ বিআরটিসি নিসংস্থাপন)
১২.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৩১/০৩/২০১৯ তারিখে কোয়ারী করা হয়েছে। কোয়ারীর জবাব শীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সওজ অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম পুনরায় সৃজিত হচ্ছে বিধায় আলাদাভাবে পদসৃজের প্রয়োজনীয়তা নেই বিধায় এজেন্ডাটি সভার আলোচনা হতে বাদ দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সওজ অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম পুনরায় সৃজিত হচ্ছে বিধায় আলাদাভাবে পদসৃজের প্রয়োজনীয়তা নেই বিধায় এজেন্ডাটি সভার আলোচনা হতে বাদ দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত ০৩টি মোটরযান পরিদর্শক এবং ১১টি অফিস সহায়কসহ মোট ১৪টি নতুন পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনে ০৭/০১/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি প্রদান করা হয় এবং ইতোমধ্যে তা অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ১১টি ড্রাইভার পদ সৃজনে সম্মতি না দেয়ার বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করে জানা যায় বিআরটিএ'র যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তির প্রস্তাব না দেয়ায় ড্রাইভার পদ সৃজনে সম্মতি দেয়ার অবকাশ নেই। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, TO & E-তে অন্তর্ভুক্তপূর্বক ১১টি পদ ড্রাইভারের পদ সৃজনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ড্রাইভারের ১১টি পদ দ্রুত TO & E-তে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়ার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শক প্রদান করেন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা হতেও কার্যক্রম গ্রহণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	১১টি ড্রাইভারে পদ দ্রুত TO & E-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঘ. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিত করণ: উপসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ'র জন্য ১টি গাড়ী চালক পদ ও ৭টি অফিস সহায়ক পদসহ মোট ৮টি পদ ডিটিসিএ-তে নিয়মিতকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত ডিটিসিএ হতে পাওয়া গিয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	ঙ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, Competency Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত গত ০৬/০২/২০১৯ তারিখে বিআরটিএ হতে পুনঃপ্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রস্তাব প্রেরণে অর্থ বিভাগের পরিপত্র রয়েছে। উক্ত পরিপত্রের আলোকে নতুন প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিআরটিএতে ১০/০৩/২০১৯ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।	(১) Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী বরাদ্দ চেয়ে পুন:প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন
১৩.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ডিসিএল বাবদ ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৬,৯৪,০০,০০০/- (ছয় কোটি চুরানব্বই লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। মার্চ'২০১৯ মাসে ৫,০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন অপারেটরদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিআরটিসির আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার নেই। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণসহ প্রশাসনিক উদ্যোগ প্রয়োজন। যাত্রীসাধারণ বিআরটিসি'র গাড়ীতে ভাড়া পরিশোধে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার করতে না পারলে কার্ড বিক্রি দুরুহ হবে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(২) র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগ নিতে হবে।	
	(৩) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, পরিবহন মালিকদের Rapid Pass কার্ডে অর্থের লিমিট ২০০০/- টাকা হতে ২০,০০০/- টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	(৩) বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।	
	(৪) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারের Handy R/W ডিভাইস এর ত্রুটি পাওয়া মাত্র তা সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(৪) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা সচল করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৫) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের জন্য ১০/০২/২০১৮ তারিখে ১৫টি ডিভাইস BRTC-র মতিঝিল ডিপোকে হস্তান্তর করা হলেও অদ্যাবধি এ রুটে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার শুরু হয়নি। এ বিষয়ে BRTC হতে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।	(৫) নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।	
	গ. ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। ফাউন্ডেশনের সকল Shored পাইল ও সার্ভিস পাইলসহ অন্যান্য সকল পাইলের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে বেইজমেন্টের ১ম ফ্লোরের কলাম-সহ স্লাব কাস্টিং এর কাজ চলমান। সার্বিক ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ২৮.৫৮%। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ডিটিসিএ ভবন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের বিষয়ে সচিব, অর্থ বিভাগের সাথে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) সাক্ষাত করে বিষয়টি ত্বরান্বিত করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (খ) ভবন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের বিষয়ে সচিব, অর্থ বিভাগের সাথে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) সাক্ষাত করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঘ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র সকল বাসের চালক, কন্ডাক্টরদের বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায় ও বিআরটিসি'র সকল স্থাপনার বকেয়া ভাড়া আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। রাজস্ব জমাদান-এ ব্যর্থদেরকে চাকুরিচ্যুতিকরণসহ তাদের বিরদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী পিডিআর অ্যাক্ট-এ সার্টিফিকেট মামলাসহ ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজারাদারদের ইজারা বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কী ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার তথ্যভিত্তিক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পুনরায় চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে নির্দেশনা দেয়া হয়।	(১) (ক) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কী ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার তথ্যভিত্তিক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	(২) বিআরটিসি বাসের ট্রিপ মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে গঠিত কমিটি গত ২৫/০৩/২০১৯ এবং ০১/০৪/২০১৯ তারিখে ০২টি সভা সম্পন্ন করেছেন। অবিলম্বে এতদবিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করা হবে। কমিটির সদস্য জনাব সামীমুজ্জামান নতুন ও পুরতান ও. স্থানভেদে গাড়ীর ট্রিম মূল্য নির্ধারণে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। সরিজমিনের যাচাই করে বিষয়টি সুরহা করা যেতে পারে। সভায় কমিটির সদস্যদের পিক ও অফপিক অওয়ারে বিভিন্ন রুটে বাসে যাত্রী আরোহনের বিষয়টি সরেজমিনে দেখার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। সার্বিক অবস্থা অগামী সভাকে অবহিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(২) ট্রিপ মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত গঠিত কমিটি পিক ও অফপিক অওয়ারে বিভিন্ন রুটে বাসে যাত্রী আরোহনের বিষয়টি সরেজমিনে দেখে মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। শীঘ্রই সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করা হবে। দ্রুত সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, রোড সেফটি বিষয়ে ৬/০২/২০১৯ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বড় পরিসরে ওয়ার্কশপ আয়োজনের বিষয়ে বিআরটিএ হতে কিছু জানানো হয়নি।	(১) এক্সেললোড় কন্ট্রোল বিষয়ে দ্রুত একটি ওয়ার্কশপ/ সেমিনার আয়োজন করতে হবে। (২) রোড সেফটির সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বড় পরিসরে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	চ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কাযক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মার্চ ২০১৮, এপ্রিল ২০১৮, মে ২০১৮, অক্টোবর ২০১৮ এবং নভেম্বর ২০১৮, জানুয়ারি ২০১৯, ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৯ এবং মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপানুষ্ঠানিক পত্রের অগ্রগতি প্রতিবেদন ০৮/০৪/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডি.ও পত্রের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখারজন্য এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট উইং/অধিশাখা/শাখা কর্মকর্তা ও দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করা হয়। তাছাড়া, ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তী ফলোআপ নেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেয়া হয়।	(১) গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) ডি.ও পত্রের বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা হতে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরিত পত্রের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৩) ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তী ফলোআপ নিতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ছ. ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাথে আলাপ হয়েছে। আদালতের রায় পর্যালোচনা করে ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের নিয়মিতকরণের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। আদালতের রায়ের শব্দগত জটিলতা নিরসনে সলিসিটর এর সাথে যুগ্মসচিব (আইন) ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন) সাক্ষাত করে সমস্যা নিরসন করার জন্য সভায় গুরুত্বারো করা হয়।	(১) যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে। (২) আদালতের রায়ের শব্দগত জটিলতা নিরসনে সলিসিটর এর সাথে যুগ্মসচিব (আইন) ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন) সাক্ষাত করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	জ. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: (১) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** (i) (১) উপসচিব (বাজেট) জানান, সকল দপ্তর সংস্থা হতে এপিএ ২০১৮-১৯ এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন পাওয়া গেছে এবং ১৫/০৪/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় পর্যালোচনাপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সফটওয়্যারে এ বিভাগের অর্জন প্রতিবেদন আফলোড করা হয়েছে। (i) (২) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এপিএ প্রস্তুতের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে এবং প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক এপিএ ২০১৯-২০ এর খসড়া প্রস্তুতের কাজ চলমান আছে। (ii) এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিতে ১৫/০৪/২০১৯ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (এমআরটি অধিশাখা) জানান- (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের চতুর্থ প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলমান। (২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও অধীন সংস্থাসমূহের তৃতীয় প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত নৈতিকতা কমিটির সভা ২৮/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এ বিভাগের তৃতীয় প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ০৪/০৪/২০১৯ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে ও যথারীতি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।	চলতি অর্থ-বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৮-২০১৯) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংস্থা প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(৩) **Sustainable Development Goals (SDGs) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** এসডিজি অবহিতকরণ কর্মশালা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গত ০৬/০৪/২০১৯ তারিখে বিআরটিএ'র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসিচব (বাজেট)
	(৪) **বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ অবিহতকরণ কর্মশালা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গত ০৬/০৪/২০১৯ তারিখে বিআরটিএ'র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসিচব (ডিটিসিএ)
	(৫) Grivance Redress System - GRS : (ক) ফোকাল পয়েন্ট (GRS) জানান, মার্চ ২০১৯ মাসে এ বিভাগে অনলাইনের মাধ্যমে ০৭টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ফেব্রুয়ারি'১৯ মাসে ০১টি অনিষ্পন্ন অভিযোগসহ সর্বমোট ৭+১=৮টি অভিযোগ। ৮টি অভিযোগেরই জবাব প্রদান করা হয়েছে। ০৮টি অভিযোগের মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ০৩টি,বিআরটিসি সংশ্লিষ্ট ০১টি। এছাড়া, ০৪টি অভিযোগ এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৬) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) : উপসচিব (বাজেট) জানান, এ বিভাগ ও সওজ অধিপ্তরের প্রকল্প পরিচালকদের iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার বিষয়ে সিজিএ ভবনে অর্থ বিভাগের উদ্যোগে দুই দফায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকগণ iBAS সিস্টেমে কার্যক্রম সম্পাদন করছেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জানান জোনের নির্বাহী প্রকৌশলীদের iBAS সিস্টেমে প্রবেশের ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে। বিষয়টি অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। জোনের নির্বাহী প্রকৌশলীদের iBAS সিস্টেমে প্রবেশে জটিলতা নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) ও সকল সংস্থা প্রধান/ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)
	(৭) Public Sevrice Innovation: উপসচিব (অডিট) জানান (ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (খ) Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দ্রুত সময়ে Workshop আয়োজন করা হবে।	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দ্রুত Workshop-এর আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)
	(৭) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, মার্চ'১৯ মাসে সওজ অধিদপ্তর ২৩৭টি নথি ও ২৫১টি পত্রজারি, বিআরটিএ ৬৯টি নথি ও ৫৬ টি পত্রজারি, বিআরটিসি ৪২৬টি নথি ও ৭০টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ৭টি নথি ও ৭টি পত্রজারি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। ই-নথি বিষয়ে অধিনস্ত অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে বিস্তারিত সভায় উপস্থাপন করতে পারেন। বিআরটিএ ও ডিটিসিএ ই-নথির সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিআরটিএ ও ডিটিসিএসহ সকল দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(৮) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): **সুনীল অর্থনীতি: প্রেক্ষিত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক** শীর্ষক কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যে ২৭/০৩/২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে প্রস্তুতিমূলক হয়েছে। বড় পরিসরে ওয়াকর্শপে আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। দ্রুত বড় পরিসরে ওয়াকর্শপে আয়োজন করার বিষয়ে সভায় গুরত্বারোপ করা হয়।	ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ও কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে দ্রুত সময়ে বড় পরিসরে ওয়াকর্শপের আয়োজন করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান/ বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট
	(ঝ) মহাসড়কে যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপন সংক্রান্ত: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত একই ধরণের একং যথাযথ মানের নির্দেশিকা স্থাপনের বিষয়ে সভায় পুনরায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত একই ধরণের এবং যথাযথ মানের নির্দেশিকা স্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী
	(ঞ) ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি এ বিভাগে অবহিত করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রতিমাসে ট্রাফিক সার্কলেশন ছাড়পত্র প্রদানের সংখ্যা সংবলিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ হয়।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র বহতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংখ্যা সংবলিত প্রতিবেদন প্রতিমাসে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ট) সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: সভাপতি অবহিত করেন, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, সর্বশেষ কাজের সময়, নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত ইনডেক্স প্রস্তুতের জন্য ইতোপূর্বে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি। সওজ অধিদপ্তর হতে এ বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত একটি Index প্রস্তুত করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, সর্বশেষ কাজের সময়, নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	(ঠ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা রয়েছে। এ বিষয়ে মুখ্যসচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরিত একটি ডি.ও পত্রের কপি ইতোমধ্যে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। শূন্যপদ পূরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা বিশেষ উদ্যোগ ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শূন্যপদ পূরণের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপরও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) শূন্যপদ পূরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা বিশেষ উদ্যোগ ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। (২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২১/০৪/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব